সৌমিত্র · তনুজা · অমল পালেকর অভিনীত

রাজর্ষি চিত্রম এর নিবেদন

প্রফুল্ল রায়ের

চেনা অচেনা

রঙীন

পরিচালনা

পিনাকী চৌধুরী

•

বিশ্ব পরিবেশনা

শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ

বিশ্বরঞ্জন সাহা নিবেদিত

রাজর্ষি চিত্রমের প্রথম নিবেদন

চেনা অচেনা

রঙীন

প্রযোজনা : **পিনাকী চৌধুরী ও অনিল কুমার সান্যাল** ।। মূল কাহিনী : **প্রফুল্ল রায়**

পরিচালনা : **পিনাকী চৌধুরী** ।। চিত্রনাট্য ও কাহিনী সম্প্রসারণ : **সুনন্দা চৌধুরী**

প্রধান কর্মসচীব : **রমেশ সেনগুপ্ত** ।। সঙ্গীত পরিচালনা : **অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়**

শিল্প নির্দেশনা : প্রসাদ মিত্র ।। রূপসজ্জা : অনন্ত দাশ ।। চিত্রগ্রহণ : বৈদ্যনাথ বসাক

সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ।। গীতিকার : অতুল প্রসাদ সেন, পার্থপ্রতীম চৌধুরী, সুনন্দা চৌধুরী । শব্দ পুনর্যোজনা : এন, এফ, ডি, সি. ।। প্রাথমিক শব্দগ্রহণ : জগৎ দাশ ।। ব্যবস্থাপনায় : বি, পি, দাশগুপ্ত ।। সঙ্গীতগ্রহণ : বলরাম বারুই ।। পরিচয়পত্র লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ।। স্থির চিত্র : এডনা লরেঞ্জ ।। প্রধান সহকারী পরিচালক : জয় মুখোপাধ্যায় ।। সহযোগী পরিচালক : শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় ।। প্রচার পরিকল্পনা : ধীরেন মল্লিক।

: কণ্ঠ সঙ্গীতে :

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, মঞ্জুশ্রী দত্ত

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : আশীষ সরকার, বিবেক বক্সী ।। শব্দগ্রহণ : রঞ্জন পাণ্ডে ।। রূপসজ্জা : বিশু দাশ ।। চিত্রগ্রহণ : ভবতোষ ভট্টাচার্য ।। সম্পাদনা : সুনীত সাহা ।। শিল্প নির্দেশনা : সোমনাথ চক্রবর্তী ।। ব্যবস্থাপনায় : দিলীপ ব্যানার্জী ।। সঙ্গীত : অমিত ঘোষাল, সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় ।। সাজসজ্জা : নিমাই দাশ।

ষ্টুডিও : নিউ থিয়েটার্স (১), ইন্দ্রপুরী ।। পরিস্ফুটন : প্রসাদ ফিল্ম ল্যাবরেটরী (মাদ্রাজ)

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

স্বর্গতঃ শংকর গুপ্ত, যতীন চক্রবর্তী, সুরজিৎ সিং আহুজা, বিভূতি লাহা, অরুণ রায়চৌধুরী, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (হেড অফিস), দ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণপুর চার্চ, বিজলী গ্রীল, হসপিটাল সাপ্লায়েন্স ম্যানুফ্যাকচারার্স লিমিটেড ও আরো অনেকে।

: অভিনয়াংশে :

তনুজা ।। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ।। অমল পালেকর ।। দ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছায়া দেবী ।। রাজর্ষি চৌধুরী ।। নন্দিনী মালিয়া ।। এন বিশ্বনাথন ।। বিপ্লব চ্যাটার্জী ।। নির্মল ঘোষ ।। গীতা নাগ ।। বুলবুল চৌধুরী ।। সমরকুমার ।। মন্মথ রায় কল্যাণ সেনগুপ্ত ।। যীশু দাশগুপ্ত ।। সঞ্চিতা বোস ।। রথীন বোস ।। রথীন লাহিড়ী স্বপন বিশ্বাস ।। সংঘমিত্রা ব্যানার্জী ।। অনুপ হালদার ।। জিতেন দত্ত ।। কুমারী অন্তরা এবং আরো অনেকে।

বিশ্ব পরিবেশনা : **শ্রী রঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ**

কাহিনী

ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়ে চেল্‌সায় এসে পৌঁছুলো অতসী চ্যাটার্জী। সহকর্মী বিনয়ের বাড়ীতে সেদিনই রাত্রিবেলা পরিচয় হলো প্রবাল মজুমদারের সাথে, যার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলো অতসী। এই কি সেই—যাকে সে দীর্ঘ আট বছর খুঁজে বেড়াচ্ছে—চেহারার ধাঁচও অনেকটা এক কিন্তু মুখের অমিল তাকে বিভ্রান্ত করে। অতসীর চঞ্চল মন বারবার ফিরে তাকায় ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে।

ইউনিভার্সিটিতে অতসীর সহপাঠী ছিল যোসেফ সঞ্জয় বোস। দুজনের মধ্যে ক্রমশঃ প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। অতসী জানতে পারে পিতৃমাতৃহীন সঞ্জয় তার বন্ধু রাজীবের দয়াতেই বেঁচে আছে—ওরই আর্থিক আনুকূল্যে সে চালিয়ে যাচ্ছে তার পড়াশুনা। সঞ্জয়ের মুখে রাজীবের গল্প শুনে শুনে ওকে দেখার আগ্রহ জাগে অতসীদের। এমন সময় একদিন হঠাৎই দিল্লী থেকে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলো রাজীব। পরিচয় হলো অতসীর সাথে। রাজীবের ব্যবহার

এবং চেহারায় এমন একটা তীব্র আকর্ষণ ছিল যাতে মুগ্ধ হলো অতসী আর তার পরিবারের সবাই। অন্তরঙ্গতা তাই ক্রমশঃ বেড়েই চললো—এমন দুরন্ত চরিত্রের পুরুষ অতসী আর দেখেনি—অবশেষে রাজীব বিয়ের প্রস্তাব করলো তাকে এবং তাতে সহজেই রাজী হলো অতসী। সঞ্জয় কিন্তু রাজীবের সাথে অতসীর ঘনিষ্ঠতা সহজভাবে মেনে নিতে পারলো না। এদিকে বিয়ের সব ঠিক কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে বিয়ের আগের দিন রাত্রিবেলা রাজীব হলো খুন আর সঞ্জয় হলো নিখোঁজ।

অতসীর জীবনের স্বপ্ন ভেঙ্গে দেবার জন্য দায়ী করলো সবাই সঞ্জয়কে। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠলো অতসীর বুকে—যেভাবেই হোক সঞ্জয়কে সে খুঁজে বের করবেই। কিন্তু কোথায় সঞ্জয়? প্রবালকে দেখে অতসীর সন্দেহ তীব্র হয়ে ওঠে। চেল্‌সার একটি মিশনে থাকে সে—স্থানীয় প্রতিটি মানুষের চোখে সে কিন্তু দেবতার মত। অতসীর সাথে তার ব্যবহারও অত্যন্ত সহজ—তবু ছায়ার মত প্রবালকে অনুসরণ করে চলে অতসী। বারবার প্রবালকে সঞ্জয়ের সাথে মেলাবার চেষ্টা করে সে—কিন্তু কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়। মিল-অমিলের দ্বন্দ্বে দুলতে দুলতে হঠাৎ একদিন একটি ঘটনার সূত্র ধরে সঞ্জয় সন্দেহে প্রবালকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় অতসী। এতদিনে বুঝি তার প্রতিশোধস্পৃহার হয় নিবৃত্তি।

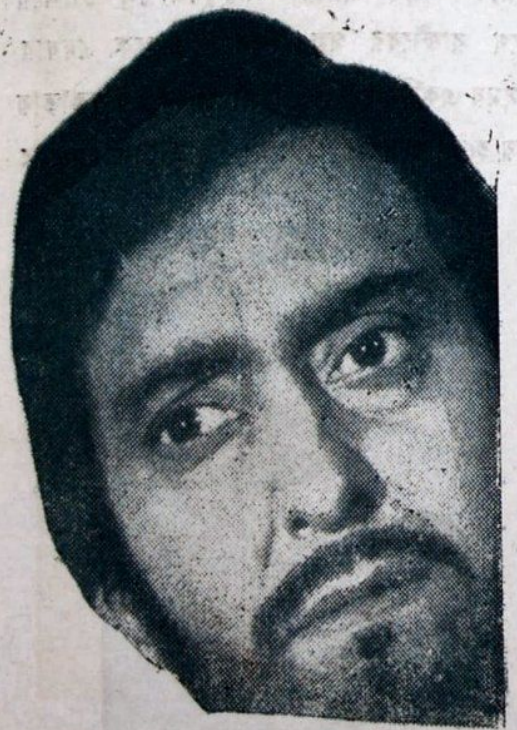

কিন্তু অতসীর বিচার কি নির্ভুল ছিল? প্রবাল আর সঞ্জয় কি একই ব্যক্তি? রাজীব কি সত্যিই খুন হয়েছিল? এই সমস্ত রহস্যের সমাধান খুঁজে পাবেন ছায়াছবির পর্দায়।

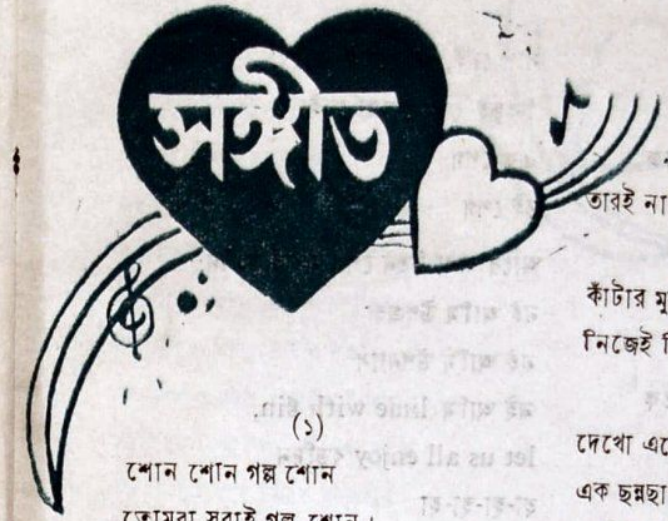

(১)

শোন শোন গল্প শোন
তোমরা সবাই গল্প শোন।
এক যে ছিলেন রাজা
কাঁটার মুকুট মাথায় পরে
নিজেই নিলেন সাজা।
এই বড় দিনেই এসেছিলেন
মাটির খামার ঘরে
আকাশ তারার আলো
সেই রাজার মুখে পড়ে
বেথেলহেমের ঘরে ঘরে
ফুটলো গোলাপ তাজা
কথায়: এই বেথেলহেমেই রাজার
জন্ম হয়েছিল
বেথেলহেমের ঘরে ঘরে
ফুটল গোলাপ তাজা
মেরী মাতার কোলে
সেই যে রাজা দোলে
ভগবানের শিশু
নামটি তাহার যীশু।
তারই নামে বড়দিনের দিনটা
এমন মজা
কথায়: দিনটা বড়দিন বুঝলে না
তারই নামে বড়দিনের দিনটা
এমন মজা।
কাঁটার মুকুট মাথায় পরে
নিজেই নিলেন সাজা॥

(২

দেখো এসেছি এসেছি আমি আজ
এক ছন্নছাড়া বেদুইন...
বেহিসেবী বেপরোয়া বলগাবিহীন
এসেছি, আমি এসেছি আমি এসেছি
নই আমি, নই যীশু

নই আমি রাশিয়া কি চীন
হা-হা-হা-হা
দেখো, এসেছি এসেছি আমি আজ
এক ছন্নছাড়া বেদুইন
আমি চিনি সবাইকে
কথায় : বুঝলেন ? কি বুঝলেন ?
আমি চিনি সবাইকে
এই তো ত্রিলোকপতি ভৃগুর জাতক
বলুন তো শনি কবে বোকরী
আমার কি হবে কোন নোকরী ?
শুনেছি তো গুণে গুণে হয়েছেন
আপনি বড়ই গুণীন
নই আমি, Geometry
নই আমি Sanskrit
নই আমি হিব্রু লাটিন
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ
কথায় : Merry Christmas to
you Mrs. Gomes
I know you are sweet with
all your sweet home
কেমন আছো Albert ভাই
কথায় : কেমন আছো
whisky brandy কটা পেগ চাই
কথায় : বলো
আজ কোন বোঝা নেই

সাপ নেই, ওঝা নেই
কিছুই তো সোজা নেই
এক পেগ
দুই পেগ
আরে বাবা তিন পেগ সবাই রঙ্গীন…
নই আমি উপগ্রহ
নই আমি উপন্যাস
নই আমি lime with gin,
let us all enjoy বড়দিন
হা-হা-হা-হা
দেখো এসেছি, এসেছি আমি আজ
এক ছন্নছাড়া বেদুইন

(৩)

প্রাণ আমার প্রাণ
প্রেমটাকে করি যদি দূরবীন।
মন আমার মন
দূর থেকে তোমাকে সে টানবেই।
চোখ দুটো হয় যদি Microscope
অতসীর কাঁচের নীচে
অতসীর মন সে তো জানবেই।

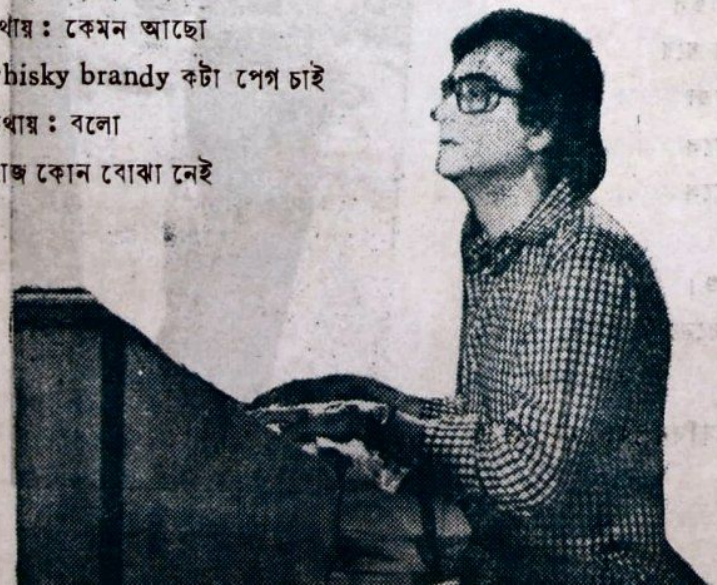

হৃদয়কে ভাবি যদি ছোট্ট কাঁটা
তোমার হৃদয়ে সে তো ফুটবেই।
অথবা নিজেই আমি হয়ে আলাদীন
স্বপ্নের সাত ঘোড়া ছুটবেই
নদী হলে তাই জেনো বুকে তার
সোনা ডিঙ্গী সোহাগেতে দুলবে।
চলাটাকে যদি ভাবি চলছি
বলাটাকে যদি ভাবি বলছি
তাহলে প্রদীপ হয়ে সিঁথিতে
ঠিক যেন আমি একা জ্বলেছি
দিনটাকে ধরে নিলে ফাল্গুন
সব ফুল ফুল হয়ে সাজবে
প্রাণ আমার প্রাণ
প্রেমটাকে করে যদি দূরবীন

মন আমার মন
দূর থেকে তোমাকে সে টানবেই।

(৪)

আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে
বিশ্ব ঘরে পেতাম না ঠাঁই
দুজন যদি হতো আপন
হত না মোর আপন সবাই
রাখতে যদি আপন ঘরে
বিশ্ব ঘরে পেতাম না ঠাঁই
নিত্য আমি অনিত্যরে
আঁকড়ে দিলাম রুদ্ধ ঘরে
কেড়ে নিলে দয়া করে
তাই হে চির তোমারে চাই
রাখতে যদি আপন ঘরে
বিশ্ব ঘরে পেতাম না ঠাঁই
সবাই যেচে দিত যখন
গরব করে নিইনি তখন
পরে অ মায় কাঙাল পেয়ে
বলত সবাই নাই গো নাই।
রাখতে যদি আপন ঘরে
বিশ্ব ঘরে পেতাম না ঠাঁই
তোমার চরণ পেয়ে হরি
আজকে আমি হেসে মরি
কি ছাই নিয়ে ছিলাম আমি
হায়রে কি ধন চাহি নাই।
রাখতে যদি আপন ঘরে
বিশ্ব ঘরে পেতাম না ঠাঁই

পরবর্তী আকর্ষণ !

নিউ থিয়েটার্স প্রাঃ লিঃ নিবেদিত

সঞ্চয়িতা ফিল্মস প্রযোজিত

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের

ইন্দিরা

রঙিন

অপর্ণা · সৌমিত্র · উৎপল · অনুপ

সুমিত্রা · বসন্ত · রবি · কালী · কাজল

চিত্রনাট্য · পরিচালনা দীনেন গুপ্ত

সংগীত মানবেন্দ্র মুখার্জী

পরিবেশনা

শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ

নতুন খবর প্রেস (৩৬-৩৫১০/৩৪-১৮৬৬) কলিকাতা-১২ কর্তৃক মুদ্রিত।